উন্নয়নের মূলধারায়
আলোকিত বাংলাদেশ

প্রকাশ: ১২:০০:০০ AM, বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৬

এটা বলতেই হবে, বাংলাদেশ আর আগের বাংলাদেশ নেই; একটা সময় যারা আমাদের বটমলেস বাসকেট বলেছে, তারাও এখন বলছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল। এখন যারা মনে করেন ট্রানজিশনাল সময় বা এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করা দরকার, যারা দেশের ঋণ শোধ করতে চান, তাদের প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত বিসিএস

দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করুন

ড. মোহাম্মদ সাদিক

কথাগুলো সবারই জানা যে, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২৭টি ক্যাডারের জন্য কর্মকর্তাদের বাছাই করে। এর মধ্যে প্রশাসন, পুলিশ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সব সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বাছাই করে আমরা সরকারের কাছে সুপারিশ করি তাদের নিয়োগ দেয়ার জন্য। কিন্তু যে বিষয়টির দিকে নজর দেয়া হয় না তা হলো, এ মাধ্যমে তরুণরা সরকারের বিভিন্ন কর্মকা-ে সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। এটা ঠিক প্রথমেই তারা নীতিনির্ধারণে অংশ নিচ্ছেন না, তবে একটা সময় গিয়ে তারা বিভিন্ন কর্মকা-ে নীতিনির্ধারণীতে অংশ নেবেন। এ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে সিঁড়ি বেয়ে একটা সময় সর্বোচ্চ পদে যাবেন। এখন যিনি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি আছেন, তিনিও একসময় বিসিএসের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি কাজে যোগদান করেছিলেন। আজকের যিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, তিনিও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এসেছেন। আজকের ফরেন সেক্রেটারি, তিনিও এর মাধ্যমে এসেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রজাতন্ত্রের যে কর্মী বাহিনী তৈরি হবে ঊর্ধ্বতন থেকে জুনিয়র সবাই এর মাধ্যমে আসবেন। এর মাধ্যমে এ কর্মী বাহিনী প্রজাতন্ত্রের সেবা দেয়ার সুযোগ পাবে, দেশের সেবা করার সুযোগ পাবে।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আপনি যোগ্য হলে কোনো রেফারেন্স ছাড়া বা তদবির ছাড়াই এ সুযোগ পাবেন। যোগ্যতা ছাড়া এখানে আসার সুযোগ নেই। আমি আহ্বান জানাব, আপনি মেধাবী হলে, দেশের স্বার্থে সরাসরি কাজ করার ইচ্ছে আপনার থাকলে অবশ্যই বিসিএস বেছে নিতে পারেন। অনেকের মনে হতে পারে, কেউ হয়তো রেফারেন্স বা তদবিরের মাধ্যমে বিসিএসে আসতে পেরেছেন বা পারছেন। আসলে তা নয়। রেফারেন্স বা তদবিরের সুযোগ এখন নেই। আমার কেউ পরিচিত ছিলেন না। সিভিল সার্ভিস কিংবা পিএসসিতে। আমি

বিনা তদবিরে এসেছি। সেই সুযোগ এখনও আছে। আমার বাড়ি সুনামগঞ্জের পাড়াগাঁয়ে। আমিও বিসিএসের মাধ্যমে এখানে এসেছি, দেশের জন্য কাজ করছি। তাহলে আপনি কেন নন?

হ্যাঁ, এটা বলছি না যে, সবাই সিভিল সার্ভিসে যোগ দিন বা দিতে হবে; অনেকেই বেসরকারি চাকরিতে যোগ দেবেন। সেখানে থেকেও দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ আছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও সরকারই হলো সর্বোচ্চ নিয়োগ কর্তৃপক্ষ। আর সরকারি চাকরির বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা তো আছেই। তাছাড়া চাকরিতে যোগ দেয়ার পর পড়ার সুযোগ থাকছে। আপনি চাইলেই উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে পারছেন, সরকার আপনাকে সহযোগিতা করবে। আপনি আপনার মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ এখানে থেকে ঘটাতে পারবেন। কে কী পেশা বেছে নেবেন, সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। যদি কর্মকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন, তাহলে বিসিএস অন্যতম বলতেই হবে।

আমি সবাইকে উৎসাহিত করতে চাই, সেসঙ্গে তরুণ-তরুণীদেরও উৎসাহিত করতে চাই। কারণ তারা যদি বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ নাও পান তবে নন-ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ আছে; এমনকি নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণী পদেও নিয়োগের সুযোগ আছে।

বড় কথা হলো, সরাসরি দেশের জন্য যারা কাজ করতে চান, তাদের বিসিএসে আসা উচিত বলে আমি মনে করি। এটা বলতেই হবে, বাংলাদেশ আর আগের বাংলাদেশ নেই; একটা সময় যারা আমাদের বটমলেস বাসকেট বলেছে, তারাও এখন বলছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল। এখন যারা মনে করেন ট্রানজিশনাল সময় বা এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করা দরকার, যারা দেশের ঋণ শোধ করতে চান, তাদের প্রথম পছন্দ হওয়া উচিত বিসিএস।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

আলোকিত বাংলাদেশ

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম । সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত এবং প্রাইম আর্ট প্রেস ৭০ নয়াপল্টন ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক বিভাগ : ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৯১১০৫৭২, ৯১১০৭০১, ৯১১০৮৫৩, ৯১২৩৭০৩, মোবাইল : ০১৭৭৮৯৪৫৯৪৩, ফ্যাক্স : ৯১২১৭৩০, E-mail : info@alokitobangladesh.com, alokitobd7@gmail.com, alokitobdad@gmail.com

Print